ভৈরববাজার- আশুগঞ্জে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ কাজের

শুভ সূচনা

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ,যোগাযোগ মন্ত্রণালয় | ক্রোড়পত্র | অঙ্গসজ্জাঃ এডোবী কমিউনিকেশন লিঃ

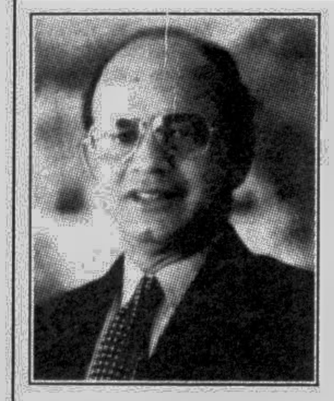

বাণী

যোগাযোগ মন্ত্রী
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা হইতে ৯০ কিলোমিটার দূরে ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কে মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম দুই নদী বন্দর তথা বাণিজ্যিক কেন্দ্র ভৈরব ও আশুগঞ্জ। এই দুই নদী বন্দরের মধ্যে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যমে ছিল সুদীর্ঘকালের পুরাতন রেল সেতু। রাজধানী ঢাকার সাথে বাংলাদেশের নৈসর্গিত সৌন্দর্যের লীলাভূমি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বৃহত্তর সিলেট ও ব্রাহ্মনবাড়িয়ার সরাসরি সড়ক পথে সংযোগ থাকিলেও মেঘনা নদীতে যানবাহন পারাপার করা হয় ফেরীতে। মেঘনা নদীর ফেরী সার্ভিস ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের একমাত্র ফেরী।

এক সময় প্রমত্তা মেঘনা নদীর ভাংগনে বহু জনপথ নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ফেরীঘাটের যানবাহন দুর্ঘটনা কাড়িয়া নিয়াছে বহু মূল্যবান জীবন। প্রবল স্রোতের কারণে ফেরী চলাচল প্রায়ই বাধাগ্রস্থ হইত এবং ফেরী পারাপারে অনেক সময় নষ্ট হইত। সুতরাং মেঘনা নদীর উপর একটি সড়ক সেতু নির্মাণ এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল। আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভৈরব-আশুগঞ্জ সেতুর (দৈর্ঘ্য ৯২৪ মিটার) নির্মাণ ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে সেই সোনালী স্বপ্ন পূরণের সূচনা করিলেন।

চলমান দ্রুত উন্নয়নগামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে তালমিলাইয়া দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে সড়ক পথের সকল ফেরী পয়েন্টে সেতু নির্মাণ বর্তমান সরকারের সুস্পষ্ট নীতি ও অংগীকার। তাই ভৈরব-আশুগঞ্জ সেতু নির্মাণ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সরকারের বিঘোষিত নীতির একটি উজ্জ্বল প্রতিফলন।

ভৈরব-আশুগঞ্জ সেতু নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ঢাকা-সিলেট করিডোরের পরিবহন ব্যবস্থা প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আমি আশা করি।

এই সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, ডিজাইন ও নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট দেশীবিদেশী সকল প্রকৌশলী, কর্মী ও শ্রমিকবৃন্দকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এই সেতুর নির্মাণ কাজ পরিকল্পিত সময়ের মধ্যে সুষ্ঠভাবে সমাপ্ত হউক এই কামনা করি।

(আনোয়ার হোসেন, এম.পি)

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কে মেঘনা নদীর উপর ভৈরব-আশুগঞ্জ সেতু নির্মাণ কাজ শুরুর মাধ্যমে দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সূচনা হল।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার দেশে ফেরিবিহীন সড়ক অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ভৈরব-আশুগঞ্জ সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ সে প্রচেষ্টার বাস্তব নিদর্শন। এর মাধ্যমে দেশের পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আপামর জনসাধারণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবে রুপ লাভ করবে। এ সেতু নির্মিত হলে দেশের কোটি কোটি মানুষ অর্থনৈতিকভাবেও উপকৃত হবে।

দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আসুন আমরা সবাই মিলে একযোগে কাজ করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

বাণী

অর্থ মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভৈরব সেতুর নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা হচেছ জেনে আমি আনন্দিত। ঐতিহ্যবাহী নদী-বন্দর ভৈরব এবং বর্ধিষ্ণু শিল্প-এলাকা আশুগঞ্জের প্রমত্তা মেঘনার উপর সড়ক-সেতু নির্মাণ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এশিয়ান হাইওয়ের অংশ হিসাবে সমগ্র দেশ বিশেষত: উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য এলাকার যোগাযোগ রক্ষার বিকল্প পথ হিসেবেও এ সেতুর ভূমিকা মূল্যবান। এ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সিলেট বিভাগের আপামর জনসাধারণের দীর্ঘদিনের একটি দাবী পূরণ হলো। এই সেতু দেশের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।

ভৈরব সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গুরুত্ব সহকারে গৃহীত হয়েছে বর্তমান সরকারের আমলে। এই সেতু নির্মাণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগ্রহ আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছে। বস্তুত: এ সেতু দেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রায় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রমূর্ত প্রকাশ। এ মহতী ও যুগান্তকারী সেতু নির্মাণের প্রকল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

ভৈরব সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সহ বিভিন্ন সরকারী সংগঠনের ভূমিকা এবং বিটিশ সরকারের বদান্যতা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবীদার। ভৈরব সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বহুল প্রত্যাশিত ভৈরব সেতুর কাজ যথাশীঘ্র সম্পন্ন হোক এবং জনগণ দ্রুত এর সুফল ভোগ করুক, এ কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(শাহ এ এম এস কিবরিয়া)

ভৈরব বাজার - আশুগঞ্জে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প

ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহা সড়কের বর্তমান ভৈরব বাজার-আশুগঞ্জে ফেরীঘাটের খুব কাছে ভৈরব রেল সেতুর প্রায় ১১০ মিটার উজান দিয়ে মেঘনা নদীর উপর সড়ক সেতু নির্মাণ করা হইতেছে। যুক্তরাজ্যের ডি.এফ.আই.ডি নির্মাণ কাজের জন্য ১৪০ কোটি টাকা এবং পরামর্শক সহায়তার জন্য ২৫ কোটি টাকা অনুদান দিয়াছে। ইহা ছাড়া যুক্তরাজ্যের ষ্টান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশকে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১৪০ কোটি টাকা ঋণ দিয়াছে। প্রকল্পটি ডিজাইন বিল্ড এন্ড টার্নকি পদ্ধতির একটি কন্ট্রাকট এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হইতেছে। যুক্তরাজ্যের সেতু নির্মাণে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান এডমান্ড নাটেল এর সহিত প্রায় ৫৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এই সেতু নির্মাণের জন্য সওজ এর সহিত চুক্তি হইয়াছে। ঠিকাদার এই নির্মাণ কাজ নভেম্বর '৯৯ হইতে শুরু করিয়া ৩৩ মাস সময়ে সম্পন্ন করিবে। ফলে আগষ্ট ২০০২ ইং প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন হইবে।

এই প্রকল্পে মেঘনা নদীর উপর ৯২৪ মিটার মূল সেতু সহ মোট ২.৫ কিলোমিটার ডুয়েল ২-লেন সড়ক নির্মাণ করা হইবে। মূল সেতুতে ১১০ মিটার দৈর্ঘ্যের মোট ৭টি স্প্যান থাকিবে। সেতুর উভয় প্রান্তের দুইটি স্প্যান হইতে ৭৭ মিটার। এই সেতুর সুপারষ্ট্রাকচার প্রি-ষ্ট্রেসড কনক্রিট সিঙ্গেল সেল বকস গার্ডার যাহা কাষ্টইন সিটু সেগমেনটাল কেন্টিলিভার পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হইবে। মূল সেতুর প্রশস্ততা ১৯ মিটার যাহার মাঝে ডিভাইডার থাকিবে। ডিভাইডারের উভয় পার্শে পরস্পর বিপরীতমুখি গাড়ী চলাচলের জন্য ৭.৩ মিটার প্রশস্ত ২-লেন রাস্তা এবং ১.৫ মিটার পায়ে হাঁটা পথ থাকিবে।

মূলসেতুর উভয় প্রান্তে নির্মিত হইবে ভায়াডাকট। আশুগঞ্জ প্রান্তে ৪ স্প্যান ভায়াডাকট এবং ভৈরব প্রান্তে ৫ স্প্যান ভায়াডাকট নির্মাণ করা হইবে। সবগুলি ভায়াডাকট ৩৩ মিটার সিমপ্লি সাপোর্টেড প্রিষ্ট্রেসড আই গার্ডার এর উপর কাষ্ট ইন সিটু আর.সি.সি ডেক এর সমন্বয়ে নির্মিত হইবে।

সেতুর জন্য নদীর মধ্যে নির্মিত আর.সি.সি টুইন লিফ পায়ারগুলি ২ মিটার ডায়ামিটার আর.সি.সি বোরড পাইল ফাউন্ডেশনের উপর নির্মাণ করা হইবে। প্রত্যেকটি ভিত্তিতে থাকিবে ৬টি করিয়া পাইলের একটি গ্রুপ। এই পাইলগুলির নিচের মাথা প্রায় (-) ৭২ মিটার পি ডব্লি ডি লেভেলে স্থাপন করা হইবে। সেতু স্থলে নদীর জেনারেল স্কাওয়ার লেভেল (-) ৩৪ মিটার পি ডব্লিউ ডি। পাইলের মাটির উপরের অংশে স্থায়ী ষ্টিল কেসিং পাইপ থাকিবে। পাইলগুলির নিচে গ্রাউটিং ইনজেকশনের ব্যবস্থা আছে।

এই কনট্রাকট এর আওতায় নদী শাসনের জন্য নদীর উভয় পাড়ে শক্ত পাথুরে বাঁধ নির্মাণ করা হইবে। নদীর ভৈরব প্রান্তে রেলওয়ের যে নদী শাসন বাঁধ আছে উহাকে প্রয়োজন মত পুনঃ নির্মাণ অথবা সংস্কার করা হইবে। ফলে সেতু স্থলে নদী সবসময় নির্মিত বাঁধের মধ্যে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ থাকিবে। সেতুর উভয় প্রান্তে ডুয়েল ২-লেন সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হইবে উহা ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গে এই সেতুকে যুক্ত করিবে। ভৈরব প্রান্তে ৮০০ মিটার এবং আশুগঞ্জ প্রান্তে ৫০০ মিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হইবে। ইহা ছাড়া সেতুর উভয় প্রান্তে টোল প্লাজা নির্মাণ করা হইবে।

শেখ রবিউল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক

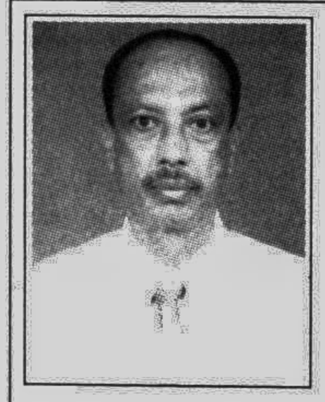

বাণী

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাজধানী ঢাকার সাথে বাংলাদেশর উত্তর পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহের সংযোগকারী ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কে ভৈরববাজার-আশুগঞ্জে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। এটি সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অব্যাহত প্রয়াসের প্রতিফলন।

হযরত শাহজালাল(রঃ) ও হযরত শাহ পরাণ (রঃ) এর পবিত্রভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের সাথে রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ফেরী-বিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনে এই সেতু নির্মাণ দীর্ঘ আকাংখিত। এ সেতু নির্মিত হলে ঢাকা সিলেট মহাসড়কে আর কোন ফেরী থাকছে না। ফলে এ মহাসড়কে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ফেরী পারাপারের ঝামেলা থাকবে না এবং সময়ের সাশ্রয় হবে। তাছাড়া সেতুটি প্রস্তাবিত এশীয়ান হাইওয়ের অংশ হিসেবে দেশর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ সেতু নির্মাণের ব্যয় নির্বাহ হচেছ বৃটিশ সরকারের আর্থিক সহযোগিতা, ব্যাংক ঋণ ও বাংলাদেশর স্থানীয় মুদ্রার যোগান থেকে। এ প্রকল্পে পরামর্শক হিসেবে যুক্তরাজ্যের হ্যালক্রো গ্রুপ ও নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুক্তরাজ্যের এডমন্ড নাটাল লিমিটেড নিয়োজিত হয়েছেন।

এ সেতু নির্মাণে যারা দেশীয় প্রকৌশলী ও নির্মাণকর্মী হিসেবে সম্পৃক্ত থাকবেন তারা আধুনিক প্রযক্তির সাথে পরিচিত হবেন এবং অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী ও নির্মাণকার্মীদেরকে নিরলসভাবে কাজ করে সেতুটির নির্মাণকাজ যাথাসময়ে শেষ করার আহবান জানাচিছ।

মোঃ আবদুল ওয়াদুদ

বাণী

সচিব
সড়ক ও রেলপথ বিভাগ
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আপামর জনসাধারণের দীর্ঘ দিনের আশা পূরণ করতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে মেঘনা নদীর উপর বহু প্রতিক্ষীত ভৈরব-আশুগঞ্জ সেতু নির্মিত হতে যাচ্ছে।

এ সড়ক সেতু যোগাযোগ অবকাঠামো বিকাশ এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে এ সেতুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সহজ ও প্রতিবন্ধকতাহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকার ঢাকা-সিলেট সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়াও তৃতীয় সড়ক পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের আওতায় প্রায় নয়শত কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সড়কের কাঠামোগত মান উন্নয়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ের অংশ হিসেবে এ সড়ক ও সড়ক সেতুটি উত্তর পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর অঙ্গিকার, সময়োচিত দিক নির্দেশনা এবং মূল্যবান পরামর্শে ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় সেতু নির্মাণের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

আমি আশা করি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ সেতু নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হবে এবং রাজধানীর সাথে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

এই সেতুর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ইউনিট, নির্মাণ সংস্থা ও উপদেষ্টা সংস্থার সকল প্রকৌশলী, কর্মী ও শ্রমিকবৃন্দকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

সৈয়দ রেজাউল হায়াত

সৌজন্যেঃ

ABDUL MONEM LTD. | MIR AKHTER HOSSAIN LTD. | China Heilongjiang International Corporation